একটি চলচ্চিত্র সমালোচনা

মেঘনাদবধ রহস্য

মৈত্রীশ ঘটক

ভূতের ভবিষ্যতের পরে পরেই আশ্চর্য প্রদীপ, কিন্তু তারপর দীর্ঘ চার বছর বাদে অনীক দত্তের নতুন ছবি মেঘনাদবধ রহস্য বর্ষাকালে মেঘের রথে চেপে এসে পৌঁছল শেষমেশ। বর্ষা মানেই হৃদয় খুঁড়ে ঘাড় ধরে নিয়ে আসা দুঃখ, ঝাপসা জানলা দিয়ে হঠাৎ উঁকি মারা গতজন্মের স্মৃতির মতো মেঘ, ভিজে রাস্তায় পুরোনো গান শুনে হৃদয়ে চোরাগোপ্তা তীর, ঠিক যেমন মেঘের আড়াল থেকে নিক্ষেপ করতেন মেঘনাদ।

একে মেঘনাদবধ কাব্যের অনুষঙ্গ তায় রহস্যকাহিনির হাতছানি, আবার সত্তরের দশকের রাজনীতির পটভূমিকা, এদিকে ছবি মুক্তি পাবার আগে সেন্সর বোর্ডের হস্তক্ষেপ নিয়ে বিতর্ক, সব মিলিয়ে প্রত্যাশা বেশ উঁচুতারেই বাঁধা ছিল। বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁরা নিরাশাবাদী, অন্তত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে একমত নই। যেমন, উন্নাসিক দর্শকদের জন্যে অস্তিত্ববাদী অস্থিরতা বা অতিবাস্তব করুণরস, মধ্যনাসিক দর্শকদের জন্যে সাংসারিক টানাপোড়েন, পরিপাটি পরকীয়া, বা নবীনদের চটুল চঞ্চলতা, আবার সাংস্কৃতিক অকুলীনদের জন্যে সরল গরল যেমন পরিবেশিত হচ্ছে, আবার এই ছকের বাইরেও বেশ কিছু ছবি তৈরি হচ্ছে যা একই সাথে উপভোগ করা যায় আবার কিছু গভীর প্রশ্নের মুখোমুখিও দাঁড় করিয়ে দেয়। ভূতের ভবিষ্যৎ এমনই এক ছবি ছিল—যা একদিক থেকে দেখলে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বামঘেঁষা ছবি, আবার কৌতুকরসে সম্পৃক্ত এক আষাঢ়ে গপ্পো যাতে গোপাল ভাঁড় থেকে শুরু করে সুকুমার রায়-পরশুরাম-শিবরাম বিভিন্ন ঘরানার ধ্রুপদী বাঙালি রসবোধের সাথে মিশেছে আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের দ্বিভাষিক pun-অভ্যাস।

এমনিতে মেঘনাদবধ রহস্য আর ভূতের ভবিষ্যতের মিল খুবই অল্প, পরিচালকের পরিচিত বুদ্ধিদীপ্ত এবং সরস সংলাপের ধরন, আর সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের বাচনভঙ্গি আর হাবভাবের মজাদার অনুকরণ বাদ দিলে। অনেকে যে বর্ণনা করেছেন যে অনেকগুলো স্তর এই ছবির, তা সঠিক। বলা যায় এ ছবিটি রহস্যকাহিনির আঙ্গিকে এক আধুনিক পারিবারিক নাটক, কিন্তু আসলে মূলত রাজনৈতিক ছবি, যা শেষ বিচারে ন্যায়-অন্যায়ের এক চিরন্তন নীতিকথা। চলচ্চিত্র সমালোচনা নয়, সত্তর আর আশির দশকে বামপন্থী আবহাওয়ার কলকাতা শহরে বড় হয়ে ওঠা এক বাঙালি হিসেবে এই ছবি দেখে যে প্রতিক্রিয়া, তাই পেশ করছি।

ছবির প্রথমার্ধে দেশে-বিদেশে শাখাপ্রশাখা মেলা একটি আধুনিক পরিবারের লতায়পাতায় নানা সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েন। ভূশণ্ডির মাঠে শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নেত্যকালী তিন জন্মের তিন স্বামী মিলে যে তাণ্ডব বাঁধিয়েছিল তা অবাস্তব ছিল বলেই সেটা ভূতের গপ্পো ছিল। আধুনিক কোনো পরিবারে এরকম সম্মেলন নেহাতই এক বড়ো পারিবারিক সমাবেশ মাত্র। এই ছবির কেন্দ্রেও যে দম্পতি, তাঁদের দুজনেরই এটা দ্বিতীয় বিবাহ, পূর্বপক্ষের ছেলে এবং মেয়ে আর তাদের সাথে সম্পর্কের জটিলতা এই ছবির পারিবারিক নাটকের একটা অংশ। অকস্মাৎ কিছু ঘটনায় কাহিনি মোড় নিয়েছে, তারপরে সমান্তরাল রেখায় এগিয়েছে পারিবারিক আখ্যান এবং ক্রমশ ঘন হয়ে ওঠা রহস্যকাহিনি। আর তার সাথে জলছবির মতো আস্তে আস্তে ফুটে উঠেছে রাজনৈতিক এক আলেখ্য—বাংলায় বাম ও প্রগতিশীল রাজনীতির যে নানা ধারা সেই বৃহৎ বাম যৌথ পরিবারের নাটকও বলা যেতে পারে তাকে। সত্তর-আশির দশকের কলকাতায় বড় হয়ে ওঠা এমন কেউই প্রায় নেই যার আত্মীয়-বন্ধু- প্রতিবেশী-পরিচিত মহলে কেউ-না-কেউ নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েননি। তাই এই ছবির নকশাল নেতা ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী কোনো গল্পের চরিত্র নন, তিনি আমাদের বৃহৎ বাম-প্রগতিশীল যৌথ পরিবারের যেন কাকা-দাদার মতো এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

আরও গভীরে গেলে মানুষের এবং সমাজের অতীতের সাথে যে জটিল সম্পর্ক তা নিয়ে মূল কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় ছবিটি। ইতিহাসের ভাষ্য যেন এক নিত্য-পরিবর্তনশীল পাণ্ডুলিপি, যেখানে এক বয়ান পালটে আরেক বয়ান আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ে। ঠিক যেমনটা করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্যে বাল্মিকীর রামায়ণের আখ্যানের বিকল্পকথনে। বয়ানে বয়ানে দ্বন্দ্বের আরো সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো ইতিহাস পাঠ্যবইয়ের গেরুয়াকরণ নিয়ে বিতর্ক। যেমন, রাজস্থানের পাঠ্যসূচির সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগে হলদিঘাটের যুদ্ধের এক বিকল্প আখ্যান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যাতে দাবি করা হচ্ছে রানা প্রতাপ সম্রাট আকবরকে পরাজিত করেন।

বয়ান নির্মাণ এবং পরিমার্জনের এই প্রক্রিয়া যেমন বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে সত্যি, সেরকম ব্যক্তিগত জীবনেও সত্যি। স্মৃতি সততই সুখের কারণ আমরা নিজেদের জীবনের দুঃখের এবং অপ্রীতিকর নানা ঘটনা ভুলে যাই, চাপা দিয়ে রাখি বিশেষত তা যদি সৎভাবে নিজের

মুখোমুখি হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই, ব্যক্তিগত ইতিহাসও নিজের কাছে বলা একধরনের গল্পের মতো। ব্যাখ্যান (description) তাই প্রথমে আখ্যান (narrative) হয়, আখ্যান বহু-পরিমার্জনে উপাখ্যান (story), আর উপাখ্যান ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে কল্পকথা (myth)। অতীতকে আমরা ভুলে থাকতে পারি, নানা ঘটনার স্মৃতিতে আপন মনের মাধুরী মেশাতে পারি, কিন্তু জীবন সবসময় কর্ম এবং কর্মফলের নির্মম হিসেবনিকেশ থেকে আমাদের পালাতে দেয় না। বাস্তবের চোরাস্রোত ধাক্কা মেরে হঠাৎ ধসিয়ে দিতে পারে কল্পকথার সৌধ। সেই বাস্তবের চোরাস্রোতও আরেকধরনের ইতিহাস, যা ব্যক্তিগত ব্যাখ্যান-আখ্যান- উপাখ্যানের তোয়াক্কা করে না। এই ছবিতে সেই চোরাস্রোত ঠিক দুপুরবেলা ভূতে মারে ঢ্যালার মতো খানখান করে দেয় ছবির মূল চরিত্র অসীমাভ বোসের সাজানো জীবনে এক বেনামী শাসানি হিসেবে। যা হল এই ছবির মূল রহস্যের আকর। তার সমাধান যখন দর্শকের চেতনায় ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে, সেই স্রোতে ভেসে যায় অসীমাভর সযত্নে সাজানো সফল প্রবাসী সাহিত্যিক-অধ্যাপক জীবনের উজ্জ্বল আখ্যান।

অসীমাভ অতীত জীবনের না-মেলা এক মারাত্মক হিসেব মেলানোর দাবি নিয়ে ভেসে আসে অমোঘ এক নিশির ডাক, যার সাড়া না দিয়ে কোনো উপায় নেই, আর একবার সাড়া দিলে পুরনো জীবনে ফিরে যাবার কোনো পথও নেই। হয়তো তাই এই ছবিতে যে গানটি সবচেয়ে শক্তিশালী ধাক্কা দেয় তা কখনই পুরোপুরি গাওয়া হয়নি—আবহসঙ্গীতে তার সুরের রেশ আর মূল এক চরিত্রের স্মৃতিমেদুর গুনগুনানিতে তা হল, ''পথে এবার নামো সাথী''। যতই হোক, পথ একই সাথে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি আনে, আনে নতুন দিশার আশা আবার পথ কখনো তা অসহনীয় বাস্তব থেকে মুক্তি পাবার এক প্রতীকমাত্র, পথের শেষে যাই থাকনা কেন।

শেষদৃশ্যে যখন এক সন্তান যে জন্মের আগেই অনাথ হয়েছে, তার পিতার মৃত্যুস্থলে পুকুরের পাড়ে তন্ময় হয়ে বসে থাকে, তখন তা আর রহস্য বা রাজনৈতিক কাহিনী থাকে না। রাজনৈতিক যুক্তি-তক্কো, রহস্য বা আধুনিক এক পরিবারের নানা সম্পর্কের জটিল টানাপোড়েনের গপ্পো ছাপিয়ে চিরন্তন মানবিক অনুভূতির মেঘলোক থেকে পরিচালক এক চোরা তীর নিক্ষেপ করেন দর্শকের হৃদয়ে মেঘনাদ-সুলভ অমোঘ দক্ষতায়। বর্ষার মেঘ, তাই খানিক বর্ষণ অনিবার্য।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই ছবির যে মেঘনাদ, তার বধে যে আঙুল ট্রিগার টিপেছিল শুধু সে নয়, যার বিশ্বাসঘাতকতায় তার গোপন ডেরার সন্ধান পাওয়া যায় শুধু সে নয়, যে রাষ্ট্রযন্ত্র মুখে গণতন্ত্র কিন্তু কাজে এনকাউন্টার কিলিং-এর উদ্ভাবক শুধু তা নয়, যে মতাদর্শ এবং নেতৃত্ব অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ভরসা করে এক প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ সন্তান-সন্ততিদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল, এবং আজও দিচ্ছে, তার দায়িত্ব কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বা অবাধ ধনতন্ত্র তো নৈতিক দিক থেকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু এদের সমর্থনে কথা বলার মতো লোক খুবই কম। আর স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, সমাজতন্ত্রের বাস্তব যে চেহারাটা বেরোল সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইওরোপে, বা মাও-এর চিনে, তা হল মুক্তসমাজের বদলে একনায়কতন্ত্র, স্বাধীনতার বদলে নিপীড়ন, উন্নয়নের বদলে জনগণের জন্যে দারিদ্রের সমবণ্টন, আর পার্টির এলিট আর আমলাদের সামন্ততান্ত্রিক যথেচ্ছাচারের শোষণমূলক এক নির্মম চেহারা। এই বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া সোজা নয়।

তাই আজও আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক বামেরা এই নিয়ে স্বেচ্ছা-অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন—এই সব কথা উঠলেই তাঁরা ''প্রতিক্রিয়াশীল'' ইত্যাদি বলে আলোচনা থামিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, বৃহত্তর বাম-উদারপন্থী ভাবধারার যে যৌথ পরিবারের আমরা অনেকেই সদস্য, যাদের ওপর অন্তত দলীয় আনুগত্যের চাপ নেই, সেখানেও এক গোষ্ঠীভিত্তিক মানসিকতা নৈতিক বোধকে এবং বাস্তবকে স্বচ্ছ চোখে দেখার দৃষ্টিকে অনেক সময়ে আচ্ছন্ন করে রাখে। সম্প্রতি এক বক্তৃতায় জেএনইউ-এর উদীয়মান ছাত্রনেতা কানহাইয়া বামপন্থার এই গোঁড়া অসহিষ্ণু চেহারার সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদী অচলায়তনের যে তুলনা এনেছেন তার সাথে দ্বিমত হওয়া খুব মুশকিল। আজ যখন ঘরে বাইরে দক্ষিণপন্থী এবং ফ্যাসিবাদী শক্তি দাপিয়ে বাড়াচ্ছে, কে নেতৃত্ব দেবে তার বিরুদ্ধে, কে দেখাবে পথ?

বাম রাজনীতির বর্তমান যে করুণ হতশ্রী দশা তাতে এই ছবির চরিত্র নকশাল নেতা ইন্দ্রজিতের মতো মানুষদের আদর্শবাদ, সাহস, এবং আত্মত্যাগ আমাদের বুকে বেদনার যে তীর বেঁধায়, তার অভিঘাত তীক্ষ্ণতর হয়। তবে যতদিন দারিদ্র, অসাম্য, ও নিপীড়ন থাকবে, ততদিন শোষণহীন মুক্ত সমাজের স্বপ্ন বেঁচে থাকবে, ''পথে এবার নামো সাথী'' গানটি হৃৎস্পন্দন বাড়াবে, এবং পথভ্রান্ত হলেও এই ছবির ইন্দ্রজিতের মতো চরিত্রের আদর্শবাদ, এবং সাহস আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে নতুন পথ খুঁজতে। গোঁড়া বিশ্বাসের কানাগলি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে খুঁজতে হবে মনোরথের ঠিকানা। মেঘনাদ হত, কিন্তু মেঘনাদেরা অবধ্য।

(প্রকাশিত লেখার পরিমার্জিত রূপ)